দৈনিক জনকণ্ঠ

94

তারিখ ... SEP. 14 1999

পৃষ্ঠা ৬ কলাম ৫

'সরকারী অফিস আলস্য নিকেতন' প্রতিবাদ

'দৈনিক জনকণ্ঠ' ১৬ আগস্ট, ১৯৯৯ সংখ্যার ১ম পৃষ্ঠায় সমুদ্র হক সাহেব এক প্রবীণ শিক্ষকের উদ্ধৃতি দিয়ে লিখেছেন, 'সরকারী অফিস আলস্য নিকেতন'- এর ব্যাখ্যাও দিয়েছেন নানা গাণিতিক হিসাবের মাধ্যমে। সমুদ্র হক বা ঐ শিক্ষক ফাঁকির হিসাব করতে গিয়ে নিজেরাই কিছু ফাঁকির তথ্য দিয়েছেন। সেটা বুঝানোর উদ্দেশ্যেই এ লেখা। ধরে নিচ্ছি ঐ শিক্ষক কোন বেসরকারী স্কুল অথবা কলেজের শিক্ষক। যাদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহ বছরে তিন মাস এমনিতেই বন্ধ থাকে।

বর্তমান অফিস সময়সূচী ১০টা ৫টা নয় বরং সকাল ৯টা থেকে বিকাল ৫টা অর্থাৎ ৮ ঘণ্টা। পূর্বে ছিল ১০টা থেকে ৫টা অর্থাৎ ৭ ঘণ্টা। অর্থাৎ সপ্তাহে ৫ দিনে ৫ ঘন্টা অফিস সময়সূচী বৃদ্ধি করে পূর্বেকার ন্যায় সাপ্তাহিক মোট কর্মঘণ্টা ঠিক রাখা হয়েছে। কারণ পূর্বে বৃহস্পতিবার অর্ধদিবস ছুটি ছিল এবং শুক্রবার বন্ধ ছিল। দ্বিতীয়ত সাপ্তাহিক ছুটি দু'দিন হওয়াতে বছরে নানা সরকারী ছুটিগুলো উক্ত সাপ্তাহিক ছুটি দু'দিনের যে কোন দিন পরে যেমন– ২৬ মার্চ এ বছর শুক্রবার, ১ মে দিবস ছিল শনিবার, ২৫ ডিসেম্বর বড়দিন শনিবার ইত্যাদি। ঐ প্রবীণ শিক্ষক যদি অঙ্কে কাঁচা না হন তবে সরকারী ছুটির হিসাব যেন মিলিয়ে নেন। তৃতীয়ত ঐ প্রবীণ শিক্ষক বলেছেন, সরকারী কর্মচারিগণ সপ্তাহে বৃহস্পতিবার এবং রবিবার অফিস করেন না বছরে মোট ১'শ' ৪ দিন। একজন দায়িত্ববান শিক্ষক এমন উক্তি কিভাবে করতে পারেন? সরকারী অফিসও দু'দিন বন্ধ থাকে না বরং বৃহস্পতিবার অর্ধ-দিবস বন্ধ না থাকার কারণে বৃহস্পতিবার পুরোদমে ৯টা থেকে ৫টা সরকারী কাজকর্ম চলে।

চতুর্থত হরতালের দিনে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ থাকলেও সরকারী অফিস বন্ধ থাকে না। সেক্ষেত্রে শিক্ষকগণই ফাঁকির সুযোগ পান, সরকারী কর্মকর্তা-কর্মচারিগণ নয়। এখন ঐ প্রবীণ শিক্ষকের উদ্দেশ্যে কিছু লিখছি তিনি যদি বেসরকারী কলেজ শিক্ষক হয়ে থাকেন তবে সপ্তাহে ৬দিনে খুব বেশি হলে ৬টা মাত্র ক্লাস তিনি ৪০ মিনিট করে ৬×৪০মিঃ= ৪ ঘণ্টা সময় পড়ান। অনেক শিক্ষকই সপ্তাহে মাত্র ২ দিন বা ৩ দিন মাত্র ৩টা ক্লাস ৪০মিঃ করে পড়ান। আমাদের দেশে শিক্ষকগণ অনেকেই শ্রেণীকক্ষে পাঠদানের চেয়ে প্রাইভেট পড়াতেই বেশি পছন্দ করেন এটাও এক ধরনের ফাঁকি। সরকারী কর্মকর্তা-কর্মচারিগণ রাজনীতি বা প্রাইভেট পড়ানোর ব্যবসা নিশ্চয়ই করেন না। তাছাড়া শিক্ষকদের (বেসরকারী) বদলির বালাই নেই, তাই তাঁরা নিজ বাড়িতে বসেই-স্কুল-কলেজ, রাজনীতি, মাতবরি সবকিছু চুটিয়ে চালিয়ে যান। তাঁদের বরং ছুটি কাগজে কলমে নিতে হয় না। কিন্তু সরকারী কর্মকর্তা-কর্মচারিগণ সুশৃঙ্খল নিয়মনীতির মধ্যে চাকরি করেন, তাঁদের চাকরির নিয়ন্ত্রণও রয়েছে। সুতরাং 'সরকারী অফিস আলস্য নিকেতন' নয়, বরং ফাঁকিবাজ কোন শিক্ষকের ফাঁকির শিক্ষায় শিক্ষিত কোন ছাত্র যদি ফাঁকির সুযোগ নিয়ে সরকারী চাকরিতে ঢুকেই পড়েন, কেবলমাত্র তাঁর পক্ষে ফাঁকির প্রবণতা থাকতে পারে। তাই বলে গোটা সরকারী অফিস আলস্য নিকেতন নয় এবং সবাই ফাঁকিবাজও নয়। 'ফাঁকিবাজ শিক্ষক এবং সংশ্লিষ্ট কিছু শিক্ষা নিকেতনই বরং ফাঁকির নিকেতন' যার প্রমাণ জনকণ্ঠ ১৬ আগস্ট/৯৯ সংখ্যায় চিঠি পত্রের কলাম সিদ্ধেশ্বরী গার্লস স্কুল সম্পর্কে লেখা প্রতিবেদন।

মোঃ মনির হোসেন

সরকারী কর্মচারী, বোয়ালমারী থানা পরিষদ, ফরিদপুর।